APR. 0 1 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাবি বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে হচ্ছেটা কি?

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে হচ্ছেটা কি? কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেবেন শিক্ষকরা? ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মহিউদ্দীন এই প্রশ্ন তুলেছেন উপাচার্যের কাছে লেখা খোলা চিঠিতে। চিঠির আবেগঘন ভাষায় তিনি বলেন, 'শিক্ষকরা জাতির মেরুদণ্ড। লোভের আর স্বার্থের নির্লজ্জ ঘুণে পোকায় এই মেরুদণ্ড যেন শেষ করে না দেয় সেজন্য এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।' ছাত্রদের চাকরি পাইয়ে দেয়া, ছাত্রদের জন্য কাজ বেড়েছে এই অজুহাতে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ করেছেন অধ্যাপক মহিউদ্দীন। খোলা চিঠি ও অভিযোগ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ.কে. আজাদ চৌধুরী বলেন, 'আমি এখনও চিঠিটি পাইনি। তবে শুনেছি স্পেশাল কোর্স, ট্রেনিং, 'জব হান্টিং'-এর জন্য কিছু বেশি টাকা নেয়া হচ্ছে। এটা বৈধ তো বটেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ীই এটা করা যায়। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই করুণ। এ অবস্থায় কোন বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে যদি ছাত্রদের কাছ থেকে সম্মতির ভিত্তিতে টাকা নেয়া হয় তবে তা বৈধ। অধ্যাপক মোহাম্মদ মহিউদ্দীন তাঁর খোলা চিঠিতে অভিযোগ করেন, গত ৩ জানুয়ারি, ২০০১ তারিখে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের চেয়ারম্যানরা সভা করে এমবিএ শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ৩৫০০ টাকা স্ব স্ব বিভাগে জমা দিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেন। এমবিএ-এর ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হলেও বিভাগে এ টাকা জমা দিতে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। এভাবে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের প্রত্যেক বিভাগ গড়ে প্রায় ৬ লাখ টাকা করে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত আদায় করছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এক বছরে তাদের দিতে হয় প্রায় ১৯০০ টাকা। এমবিএ-এর ছাত্রদের জন্য কাজ বেড়েছে– এই অজুহাতে কোর্সপ্রতি ২৫০ টাকা করে ২৫০০ টাকা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে আদায় করা হচ্ছে। কাজ বাড়লে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছ থেকে বিভাগের শিক্ষকরা মিলে সরাসরি টাকা আদায় করবে এ তুঘলকী কাণ্ড কোথায় শুনেছেন? এখানে কি কর্তৃপক্ষ নেই? এটা কি হরিঘোষের গোয়াল? লোভের মুখে লাগাম লাগানোর কি কেউ নেই? 'কাজ বেড়ে গেছে' –এই অজুহাত প্রসঙ্গে অধ্যাপক মহিউদ্দীন ব্যাখ্যা দেন, বাণিজ্য অনুষদে মাস্টার্স প্রোগ্রাম সব সময়েই ছিল। এমকম ডিগ্রীর নাম এখন এমবিএ করা হয়েছে মাত্র। ছাত্রদের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে এই প্রোগ্রামে এখন অনেক কম। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপকরণ পূর্বের মতোই সরবরাহ করে থাকে। শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে বেশি ক্লাস নেন না। তার পরও এমবিএ নামক প্রোগ্রামে কাজ বাড়ার অজুহাত দেয়া হচ্ছে। ছাত্রদের কাছ থেকে যে ৩৫০০ টাকা আদায় করা হচ্ছে তার মধ্যে ১০০০ টাকা প্লেসমেন্ট চার্জ। বাণিজ্য অনুষদ ছাত্রদের চাকরি পাইয়ে দিয়ে উপকার করার মহান দায়িত্ব নেয়ার কথা বলে এই টাকা নিচ্ছে। এটি অবৈধ। তবে এক্ষেত্রে যেটা অকল্পনীয় দুরাচার সেটি হলো এই উপকার নিতে গ্রহীতাকে বাধ্য করা হচ্ছে। ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে পদদলিত করে ছাত্রদের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে অনুষদের প্রত্যেক বিভাগ প্রায় ২ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। অধ্যাপক মহিউদ্দীন খোলা চিঠিতে আরও উল্লেখ করেন, বাণিজ্য অনুষদের এক বিভাগের চেয়ারম্যান এমবিএ ছাত্রদের কাছ থেকে কে কোন্ মেজর শাখায় যেতে চায় তার অপশন চান। এজন্য ছাত্রদের কাছ থেকে ১০০ টাকা করে নেয়া হয়। শোনা যায়, তাঁর যুক্তি ছিল, বিভাগে অনেক মিটিং হয়। অনেক খাওয়াদাওয়া হয়। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দেয়া আপ্যায়ন ভাতায় চলে না। তাই টাকা নেয়া হয়েছে।

অধ্যাপক মহিউদ্দীনের অভিমত, বাণিজ্য অনুষদে অন্যনামে অন্যভাবে বিকল্প ঘুষ আদায় করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ললাটে এ কলঙ্ক লেপনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এখনই থামানো দরকার।